শহীদ বুদ্ধিজীবীহত্যা দিবস প্রসঙ্গে

—-- **নুরুজ্জামান মানিক**

আজ শহীদ বুদ্ধিজীবীহত্যা দিবস। ১৯৭১ সালের ১৪ই ডিসেম্বর পাকবাহিনী ও তাদের এদেশীয় দোসর রাজাকার-আলবদর অত্যন্ত পরিকল্পিত ভাবে হত্যা করে দেশের শ্রেষ্ঠসন্তান বুদ্ধিজীবীদের । আর সেই নারকীয় হত্যার শিকারদের শ্মরনে আমরা প্রতিবছর পালন করি দিবসটি । অবশ্য,২৫শে মার্চ ১৯৭১ কলো রাতেই শুরু হয় বুদ্ধিজীবীদের নিধন (দ্রঃ আজ পচিশে মার্চ : কালরাত , নুরুজ্জামান মানিক, সমকাল, মার্চ ২৫,২০০৬) এবং তা' চলে যুদ্ধের পুরো নয় মাস জুড়ে । এমনকি ৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বরে বিজয় লাভের পরেও বুদ্ধিজীবীদের নিধন অব্যাহত থাকে। দ্রষ্টান্তস্বরপ ডঃ মনসুর আলী (ডিসে ২১,১৯৭১) চলচিচত্রকার জহির রায়হান (নিখোজ হন ৩০ শে জানু ১৯৭২)এবং সাংবাদিক গোলাম (হত্যা জানু ১১,১৯৭২) ।

কিন্তযেহেতু ১৪ই ডিসেম্বরে সবচেয়ে বেশী বুদ্ধিজীবীদের নিধন করা হয়েছিল এবং তা' অত্যন্ত পরিকল্পিত ভাবে তাই বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রি প্রয়াত তাজউদ্দিন আহমেদ (৩ নভেম্বর ১৯৭৫ ,জেলে হত্যাকান্ডের শিকার) এইদিনকে 'শহীদ বুদ্ধিজীবীহত্যা দিবস' ঘোষনা করেন।

৩৬ বছর পার হয়ে গেলেও ঠিক কতজন বুদ্ধিজীবীদের নিধন করা হয়েছিল তা' এখনও আমাদের অজানা।বাংলা একাডেমী কর্তৃক প্রকাশিত 'শহিদ বুদ্ধিজীবী কোষগ্রন্থ ' (১৯৯৪) থেকে জানা যায় , ২৩২ জনের কথা । কিন্ত তা' যে অসম্পুর্ন তা স্বীকার করা হয়েছে।

৩৬ বছর পার হয়ে গেলেও আজ পর্যন্ত বুদ্ধিজীবীদের নিধন এর প্রকৃতি, পরিধি, রহস্য ও অপরাধিদের চিহ্নিতকল্পে কোনো সরকারি তদন্ত হয়নি।

১৯৭১ সালের ডিসেম্বরের ১৮ ,মতান্তরে ২৯ তারিখে বেসরকারীভাবে গঠিত ' বুদ্ধিজীবী নিধন তদন্ত কমিশন' এর রিপোর্ট ও আলোর মুখ দেখেনি । উল্লেখ্য,ওই কমিশনের আহবায়ক ছিলেন চলচিচত্রকার জহির রায়হান যিনি নিখোজ হন ৩০ শে জানু ১৯৭২ সালে।

প্রধানমন্ত্রি প্রয়াত তাজউদ্দিন আহমেদ একটি তদন্ত কমিশন গঠনের সিধান্ত নেন ১৯৭১ সালের ৩১ শে ডিসেম্বর ।কিন্ত ,তার সিধান্ত কার্যকর হয়নি ।(সুত্রঃ নিউ এজ, ডিসেম্বর ১৫,২০০৫)।

একাধিক সুত্রে জানা যায়, পাক বাহিনী ও জামাত এ ইসলামি'র নেতৃত্বাধিন ক্যাডারগ্রুপ বুদ্ধিজীবীদের নিধনযজ্ঞের নায়ক। আল বদর বাহিনীর যে দুইজন জল্লাদের নাম জানা গেছে তারা হলঃ চৌধুরী মাইনুদ্দিন ও আশরাফুজ্জামান । তালিকা প্রণয়নে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদেরও হাত রয়েছে বলে জানা গেছে । ' বুদ্ধিজীবী নিধন তদন্ত কমিশন ১৯৭১' প্রফেসর ডঃ সৈয়দ সাজ্জাদ হোসইনের কর্তৃক প্রণিত একটি দলিল পায় বলে জানা যায়।(সুত্রঃ নিউ এজ,ঐ)। কিছু সুত্রমতে, তালিকা প্রণয়নে মার্কিন গেয়েন্দা সংস্থা'সি আই এ ' এর ভুমিকা রয়েছে বলে জানা যায় । (সুত্র : ডঃ এম এ হাসান, যুদ্ধোপরাধ,গনহত্যা ও বিচার অন্যেষণ ,ঢাকা ,২০০১)

৩৬ বছর পার হয়ে গেলেও আজ পর্যন্ত কোনো বুদ্ধিজীবীর হত্যার বিচার হয়নি ।দুর্ভাগ্যজনহলেও সত্য যে,ঘাতকরা আজ জাতীয় পতাকা উড়িয়ে ঘুরে বেড়ায় এবং এখনও বুদ্ধিজীবীদের হত্যার হুমকি দেয় ।